IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের আলোকে মালদহ জেলার সাঁওতালি জাতির ভাষা বিশ্লেষণ

(DHONITATTYO O ROOPTATTYER ALOKE MALDAHA JELAR SANTALI JATIR BHASHA BISLESHON)

Dr. Samim Ahmed Molla

KEYWORDS:-

রাষ্ট্র ভাবনা উদ্ভব; সামাজিক দল বা সামাজিক গোষ্ঠী; সম্প্রদায়; জনসমাজ; জাতীয় জনসমাজ; জাতি; উপজাতি; জনজাতি; পারস্পরিক সহযোগিতা; পারস্পরিক ক্রিয়া; উৎসাহ উদ্দীপনার সুযোগ সুবিধা; ভাষাতাত্ত্বিক দিক।

ABSTRACT:-

গোষ্ঠী ভাবনাই (একত্রে থাকার ইচ্ছা) রাষ্ট্র ভাবনা উদ্ভবের একটা ধাপ বলা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব সকল যেসকল নামে নামাঙ্কিত বা পরিচিত হয়ে এসেছে সেগুলি হল সামাজিক দল বা সামাজিক গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি, উপজাতি, জনজাতি প্রভৃতি।আদিম সমাজে ব্যক্তি মানুষের জীবন যাত্রা বর্তমান কালের জীবনযাত্রা থেকে আলাদা।সাম্প্রতিক কালে দেখা যায় মানুষ বাস করে চলেছে সমাজবদ্ধভাবে। আমাদের চারপাশে গভীরভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যাবে দল বা গোষ্ঠী আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং এদের ভূমিকা ব্যক্তিজীবনে এতটাই গভীর ও ব্যাপক যে ভবিষ্যতেও তাদের এড়ানো অসম্ভব। অসম্ভব কথাটি বলার অর্থ হল এটি ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর নয়, কারণ সামাজিক ব্যক্তি সকলের সার্বিক পরিপূর্ণতা লাভ করে এই গোষ্ঠীর সংস্পর্শে (গোষ্ঠী জীবন) থাকায়। অবশ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়েও গোষ্ঠী সম্ভব নয়। অর্থাৎ গোষ্ঠীও ব্যক্তিবর্গ একে অপরের পরিপূরক।এক এক গোষ্ঠী এক এক নামে পরিচিত। আর সম্প্রদায় হলো এদের মধ্যে একটি। যখন থেকে মানুষ এক সাথে এক জায়গায় থাকতে শুরু করেছিল তখন থেকেই এরা সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকতে শুরু করেছিল এবং বর্তমান কালেও তারা কোন না কোন সম্প্রদায়ের অঙ্গ হিসেবে বসবাস করে। ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের আলোকে মালদহ জেলার সাঁওতালি জাতির ভাষার আলোচনাই এই প্রবন্ধের মূল বিষয়।

MAIN ESSAY:-

বিশ্বজগৎ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে তার জল-স্থল ও আকাশের (বায়ুমণ্ডলের) জন্য। অর্থাৎ জল-স্থল ও বায়ুমণ্ডলের বিচিত্র রূপ বিশ্বজগতকে বিচিত্র করে সাজিয়েছে।এই তিনটি বিষয় যেমন একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র্য তেমনি এই তিনটি বিষয় একটি নির্দিষ্ট সীমানা অন্তর নিজের বৈশিষ্ট্য থেকে সরে যায় এবং নিজেদেরকে নতুন রূপে আবিষ্কার করে। যদি এই বিষয়গুলি স্ব-স্ববৈশিষ্ট্য থেকে সরে না যেত তাহলে বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগৎ হয়তো বলা যেত না। বৈচিত্র্যের পিছনে উপরিউক্ত তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ এদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন বদলে যায় বস্তুজগৎ, উদ্ভিদজগৎ তেমনি অন্যদিকে বদলে যায় প্রাণীজগৎও। বস্তুজগৎ ও উদ্ভিদজগতের বৈচিত্র্যের থেকে বেশি নজর কাড়ে প্রাণীজগতের বৈচিত্র্য। কারণ বিশ্বপ্রকৃতির এই রূপের জন্যই একই দেশের একটি নির্দিষ্ট সুপরিব্যপ্ত অঞ্চল জুড়ে বসবাস করে নানা ধরণের (শ্রেণির) মানুষ (ব্যক্তিমানুষ) যারা একজন অন্য জনের থেকে আলাদা। আলাদা বলতে দৈহিক আকৃতি, গায়ের রং, সংস্কৃতি, ধর্ম— আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বর্তমানে মানব সমাজের-নিজেদেরকে পরিচিত করানোর (একে অন্যের কাছে) যে বিশেষ পদ্ধতি, পৃথিবীর সঙ্গে মানব সমাজের সম্পর্কের সূত্রপাতের সময়কালে সে ছবি দেখা যেত না। সেই সময় মানুষ দলবদ্ধ ভাবে থাকত। এই দলবদ্ধতা সামাজিক, প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নানা কারণে। যে ভাবনা জন্ম দেয় বিভিন্ন দলের, গোষ্ঠীর।যা বিভিন্ন পরিসরেও প্রয়োজনে নানা ভাবে নিজেদেরকে নতুন নতুন নামে নামাঙ্কিত করেছে। আর এই নামাঙ্কণ বা বিস্তারের কারণে বর্তমান রাষ্ট্র ভাবনার উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গোষ্ঠী ভাবনাই (একত্রে থাকার ইচ্ছা) রাষ্ট্র ভাবনা উদ্ভবের একটা ধাপ বলা যেতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানব সকল যেসকল নামে নামাঙ্কিত বা পরিচিত হয়ে এসেছে সেগুলি হল সামাজিক দল বা সামাজিক গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, জাতি, উপজাতি, জনজাতি প্রভৃতি।

জাতি, উপজাতি, জনজাতির পাশাপাশি উল্লিখিত সামাজিক দল, সম্প্রদায়, জনসমাজ, জাতীয় জনসমাজ, সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল—

সামাজিক গোষ্ঠী (social group)

আদিম সমাজে ব্যক্তি মানুষের জীবন যাত্রা বর্তমান কালের জীবনযাত্রা থেকে আলাদা।সাম্প্রতিক কালে দেখা যায় মানুষ বাস করে চলেছে সমাজবদ্ধভাবে। আমাদের চারপাশে গভীরভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে দেখা যাবে দল বা গোষ্ঠী আমাদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং এদের ভূমিকা ব্যক্তিজীবনে এতটাই গভীর ও ব্যাপক যে ভবিষ্যতেও তাদের এড়ানো অসম্ভব। অসম্ভব কথাটি বলার অর্থ হল এটি ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর নয়, কারণ সামাজিক ব্যক্তি সকলের সার্বিক পরিপূর্ণতা লাভ করে এই গোষ্ঠীর সংস্পর্শে (গোষ্ঠী জীবন) থাকায়। অবশ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়েও গোষ্ঠী সম্ভব নয়। অর্থাৎ গোষ্ঠীও ব্যক্তিবর্গ একে অপরের পরিপূরক।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এরকম অসংখ্য গোষ্ঠী সমাজের মধ্যে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে উন্নত থেকে উন্নততর করে চলেছে, কিন্তু এই সমাজবদ্ধ কিছু সংখ্যক মানুষেরা যদি এক জায়গায় উপস্থিত হয় তাদেরকে সামাজিক গোষ্ঠী বলা যাবে না। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ কতগুলি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা লক্ষ্য নিয়ে যখন একটি জায়গায় উপস্থিত হয় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা চলতে থাকে তখন তাকে বলা যেতে পারে সামাজিক গোষ্ঠী (Social Group)। ড. আর. এম. সরকার সামাজিক গোষ্ঠী সম্পর্কে বলেছেন— "দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন পারস্পরিক ক্রিয়ায় রত হয় তখন তাকে আমরা বলি সামাজিক দল বা গোষ্ঠী।"[১] এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় অনাদি কুমার মহাপাত্রের দেওয়া সংজ্ঞাতে— "দুই বা ততোধিক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ সম্পর্কের সামিল হলে একটি সামাজিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গ পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শামিল হয় এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সুযোগ সুবিধা পায়। সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যরা পরস্পরের প্রয়োজনে সাড়া দেয় এবং অর্থবহ উপায়ে উৎসাহ উদ্দীপনা জোগায়।"[২]

ব্যক্তিসমষ্টির মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। 'SOCIOLOGY'নামক গ্রন্থে T.B. BOTTOMORE বলেছেন—"A social group may be defined as an aggregate of Individuals in which- i) defined relations exit between the individuals comprising it; and ii) each individual is conscious of the group itself and its symbols."[৩] আবার D.C.BHATTACHARYA এই সামাজিক গোষ্ঠী সম্পর্কে বলেছেন—"A social group is a collection of individuals in which there is- 1) interaction among members on a regular basic, 2) the individual is conscious of the group itself, 3) members share norms and values, 4) interdependence …"[৪]

—উপরের আলোচিত সংজ্ঞা গুলির ভিত্তিতে বলা যায় সামাজিক গোষ্ঠী এক বিশেষ ব্যক্তি সমষ্টির দ্বারাই সৃষ্টি হয় যাদের একটি নির্দিষ্ট আদর্শ (norm) থাকে এবং যারা একটি স্বীকৃতি প্রাপ্ত সংগঠন ও যাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা একটি বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণের চেষ্টা থাকে যা তাদের সকলের মানস কল্পনার ফসল। অবশ্য ভাতৃত্ব বোধও স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

সম্প্রদায় (Community)

মানব সমাজে অসংখ্য গোষ্ঠী দেখা যায় কিন্তু সকল গোষ্ঠীর নাম এক নয়। এক এক গোষ্ঠী এক এক নামে পরিচিত। আর সম্প্রদায় হলো এদের মধ্যে একটি। যখন থেকে মানুষ এক সাথে এক জায়গায় থাকতে শুরু করেছিল তখন থেকেই এরা সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকতে শুরু করেছিল এবং বর্তমান কালেও তারা কোন না কোন সম্প্রদায়ের অঙ্গ হিসেবে বসবাস করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— মানুষ যখন চাষবাস শুরু করে তখন থেকেই তারা সম্প্রদায়ে থাকতে শুরু করে। কেননা এই চাষবাসের দ্বারাই মানুষ এক জায়গাতে থাকতে শুরু এবং তাদের মধ্যে লেনদেন-ও শুরু হয়। সম্প্রদায় তাই নিজের মধ্যে নিজেই যেন একটি সমাজে পরিণত হয়ে গেছে।

ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের আলোকে মালদহ জেলার সাঁওতালি জাতির ভাষা নিম্নে আলোচিত হলো-

১. ধ্বনিতত্ত্ব :

১.১.স্বরধ্বনি :—

জেলায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি গুলির উচ্চারণ প্রকৃতি ও অবস্থানগত দিক ছকের সাহায্যে দেখানো হল—

	সমুখ	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ
সংবৃত / উচ্চ	ই		উ
অর্ধসংবৃত / উচ্চমধ্য	এ		ও
অর্ধবিবৃত / নিম্নমধ্য	অ্যা		অ
বিবৃত / নিম্ন		আ	

১.২. স্বরধ্বনির অবস্থান :-

স্বরধ্বনি	রূপিমের আদি	রূপিমের মধ্য	রূপিমের শেষে
ই	ইঞ ইদিমে ইচ্ ইভি	আঁগির অনলিয়ে আজিঞ অতিঞ	হাড়ি হরাসি হানি হিলি
এ	এভয়ের একাল্ত্যা এভেন এরেলতেঃকড়া	হোড়েৎ তাহের শাডগেয়া	বেলে দাহে সোড়ে চাউলে
অ্যা	ত্যারম র্যাহ্যাৎ র্যায়াড়	কট্যাচ্ কপ্যাৎ হাম্যাট	গ্যাডা চ্যাঁড়্যা রট্যা
স্বরধ্বনি	**রূপিমের আদি**	**রূপিমের মধ্য**	**রূপিমের শেষে**
আ	দাকা আতা আলু ঘাও	হাতার হাহাড়া বালাম সমবার	কংকা ডাঁডা কাঁটা দাদা

অ	অড়াঃ অকয় অনাগি অল	অবর অনল সড়ক লহম	হর জ'জ র'
উ	উতু উয়ুং উলিদাঃ উল্টাও	তুনুম তুকুচ্ বানুঞা চানাচুর	বাহু ডাবু লিচু হুড়ু
ও	কোমড়ো সোমান ওকো ওজো	পোটোর পোরোই পোরোই বাডহি	আডো আতো আরাও পাড়হাও

—রূপিম অর্থে শব্দগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছেএখানে। স্বরধ্বনি 'অ্যা' এর একা বসতে দেখা যায় না ব্যঞ্জনের সঙ্গে তা বসেছে। এছাড়া প্রতিটি স্বরধ্বনির শব্দের মধ্যে আলাদা ভাবে বসতে দেখা যাওয়ার রূপটিও পাওয়া যায় না।

১.৩. স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি/ প্রবণতা ও পরিবর্তন :-

ই :সংবৃত, সম্মুখ, উচ্চস্বরধ্বনি, 'ই' মৌলিক স্বরধ্বনি। এই ধ্বনিটির পরিবর্তনের প্রকৃতি নিম্নরূপ—

ই>হ — দই>দাহি।

এই জেলার জনজাতির ভাষাতে 'ই' ধ্বনির আগম লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

স্কুল>ইশকুল, স্ক্রু>ইশকুরু, এটোঁ>আইঠা।

অসামাপিকা ক্রিয়াপদে 'ই' ধ্বনির আগম দেখা যায়। যেমন—

পড়ে>পাড়হাওই।

এ : অর্ধসংবৃত, সম্মুখ, উচ্চমধ্য, স্বরধ্বনি 'এ' মৌলিক স্বরধ্বনি। এই ধ্বনিটির পরিবর্তন প্রকৃতি নিম্নরূপ—

এ > ই — বেজি>বিজি, ভেড়া>ভিডি।
এ >আ — ভাগনে>ভাগ্না, টমেটো>টামাটুর।

অ্যা : অর্ধবিবৃত, নিম্নমধ্য, সম্মুখ স্বরধ্বনি 'অ্যা'। এই ধ্বনির পরিবর্তন প্রবণতা হল—

অ্যা> এ — হ্যাণ্ডেল>হেন্ডেল, ম্যাডাম>মেডাম।
অ্যা> ই — শ্যাম্পু>সিম্পু।
এ >অ্যা — লেপ>ল্যাপ, ফেলা>ফ্যালা।

আ : বিবৃত, নিম্ন, কেন্দ্রীয় স্বরধনি 'আ'। এই ধ্বনির পরিবর্তন প্রবণতা —

আ >ই — ভাজা>ভাজি।
আ >ও — বয়াম>বয়োম।
আ > উ — সাবান>সাবুন।

অ : অর্ধবৃত, নিম্নমধ্য, পশাৎ স্বরধ্বনি 'অ' মৌলিক স্বরধ্বনি। ধ্বনিটির পরিবর্তনের প্রকৃতি হল—

অ > উ — মশারি>মুশারি।
অ >ও — কপি>কোবি।
অ >আ — বাক্স>বাক্সা।

ও : অর্ধসংবৃত, উচ্চমধ্য, পশ্চাৎ স্বরধ্বনি হল 'ও'। ধ্বনিটির পরিবর্তন প্রকৃতি হল —

ও > অ — তোশক>তশোক।
ও > আ — কেরোসিন>কেরাসিন।

উ : সংবৃত, উচ্চ, পশ্চাৎ স্বরধ্বনি 'উ' মৌলিক স্বরধ্বনি। এই ধ্বনিটির পরিবর্তন প্রবণতা হল —

উ > ও — মুসুর>মোশুর।
উ >ই — পুকুর>পুখরি।

২.ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ ও পরিবর্তন প্রবণতা :

ক — বর্গ :

খ>ক — শঙ্খ>শংক।
গ>ঘ — অগ্রহায়ণ>আঘুন।

চ — বর্গ :

জ > ঝ — আলাজালা>আলাঝালা।

ট — বর্গ :

ট > ঠ — বোঁটা>বোঠা।
ঠ > ট — কাঠঠোকরা>কাট্‌ঠোকরা।
ড > দ — ডাক্তার>দাকতার, ডালডা>দালদা।

ত — বর্গ :

ত >ঠ — পুতুল>পুথলা।
ত >ট — বালতি>বালটি।
থ>ত — সাথে>সোঁতে।

প — বর্গ :

প > ব — কপি>কোবি, ধোপা>ধোবা।
ফ > প — ছটফট>ছটপট।

অন্তঃস্থবর্ণ :

য় > ই — বিদায়>বিদাই, অন্যায়>অন্নাই।
র>ল — গ্রাস>গিলাস।

উষ্মবর্ণ :

ষধ্বনিরপরিবর্তন — শেষ>শ্যাশ্।

৩. ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধারা :

আদিস্বরাগম —স্কুল>ইশকুল,স্ট্যাণ্ড>ইশ্ট্যান।
মধ্যস্বরাগম — ব্লেড>বেলেট।
অন্ত্যস্বরাগম — ফুসফুস>ফুশ্ফুশি।
স্বরভক্তি — প্রথম>পর্থম।
আদিব্যঞ্জনাগম — অমলেট>মামলেট।
দ-শ্রুতি — পনেরো>পন্দর।
ন-শ্রুতি — সিঁদুর>সিন্দুর।
হ-শ্রুতি — গম>গহম।
য়-শ্রুতি — শৃগাল>শিয়াও।
মধ্যস্বরলোপ — জানালা>জালনা।
অন্তস্বরলোপ — ভাদ্র>ভাদ্দর।
আদিব্যঞ্জনালোপ— স্থান>থান।
অন্ত্যব্যঞ্জনালোপ — বেল্ট>বেল্।
স্বরসংগতি — মহাজন>মাহাজন।
প্রগতসমীভবন — ভাদ্র>ভাদ্দর।
ঘোষীভবন — কপি>কোবি।
অঘোষীভবন — ছাদ>ছাত।
অল্পপ্রাণীভবন — সুখ>শুক্, শংখ>শংক।
মহাপ্রাণীভব — অগ্রহায়ণ>আঘুন, ডোবা>ডোভা।
মূর্ধণ্যীভবন —বালতি>বালটি।
ল-কারীভবন —নাপিত>লাপিত।
ব্যঞ্জনাদিত্ব — ঢাকা>ঢাক্কা।
বিপর্যাস— রিকশা>রিসকা।

—সাঁওতাল জনজাতির ভাষীরা মহাপ্রাণমূলত উচ্চারণে মহাপ্রাণতা আনার চেষ্টা করে। স্বরধ্বনির দীর্ঘতার পাশাপাশি শব্দে, বাক্যে ঝোঁকের প্রবণতা দেখা যায়। জনজাতির ভাষাতে ‘বিসর্গ’(:) ধ্বনির প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

২. রূপতত্ত্ব :

১.রূপিমের সাহায্যে সাঁওতাল জনজাতির ভাষার শব্দগুলির গঠন প্রক্রিয়া আলোচনা করা হল। প্রথমত— একটি মাত্র রূপিমের দ্বারা গঠিত শব্দ। দ্বিতীয়ত— একাধিক রূপিমের দ্বারা গঠিত শব্দ।

১.১. একটি মাত্র রূপিমের দ্বারা গঠিত শব্দ—

বাংলা	কথ্যাবাংলা	সাঁওতালি
দল	দল	দল
ভিড়	ভিড়	ভিড়
ধাপ	ধাপ	ধাপ
গ্রাম	গাঁ	গাঁ
কাঁত	কাত	কাত
ঝাঁপ	ঝাপ	ঝাপ

১.২. একাধিক রূপিমের দ্বারা গঠিত শব্দ—

একাধিক রূপিমের সহযোগে শব্দ নানাভাবে গঠিত হতে পারে।

ক) মুক্তরূপিম(Free Morpheme) ও বদ্ধরূপিম (Bound Morpheme) সহযোগে গঠিত শব্দ—

সাঁওতালি মুক্তরূপিম + বদ্ধরূপিম	বাংলা	কথ্যবাংলা
সৈরি + রেয়াঃ = সৈরিরেয়াঃ	সত্য	সত্যি
অ্যাড়্যা + রেয়াঃ + অ্যাড়ারেয়াঃ	মিথ্যা	মিথ্যে / মিছে

— মুক্তরূপিম ও বদ্ধরূপিম সহযোগে গঠিত বাংলা শব্দের ব্যবহার জনজাতির মধ্যে দেখা যায় না।

খ) বদ্ধরূপিম (Bound Morpheme) + মুক্তরূপিম(Free Morpheme)—

সাঁওতালি বদ্ধরূপিম + মুক্তরূপিম	**বাংলা**	**কথ্যবাংলা**
কু + জাত = কুজাত	অজাত	অজাত
বে + ইমান = বেইমান	বেইমান	বেইমান

—শব্দগুলি মূলত বাংলা শব্দ যা সাঁওতাল জনজাতি গ্রহণ করেছে। এই শব্দগুলি তারা বাঙালির মতো করেই উচ্চারণ করে। ‘বে’ ফার্সী উপসর্গ-যা বাংলা ভাষার মাধ্যমে তারা গ্রহণ করেছে।

গ) মুক্তরূপিম(Free Morpheme) + মুক্তরূপিম(Free Morpheme)—

সাঁওতালি মুক্তরূপিম + মুক্তরূপিম	**বাংলা**	**কথ্যরূপ**
ধাড়কাঃ + ধুড়কুঃ = ধাড়কাঃধুড়কু	এবড়োখেবড়ো	খানাখন্দ
কোডো + কোডো = কোডোকোডোঃ	লুকিয়েপালানো	লুকিয়েপালানো
কেড়ে + মেটে = কেড়েমেটে	আপ্রাণচেষ্টা	শেষচেষ্টা

—মুক্ত রূপিমের সঙ্গে মুক্তরূপিমের সহযোগে গঠিত বাংলা শব্দের ব্যবহার তারা এখনও করেনা তাদের ভাষার শব্দ মধ্যে এই রূপ বর্তমান থাকাতে।

১.৩. উপরূপমূল / সহরূপমূল (Allomorph)—

কোনো রূপিম কখনো একটি উপরূপ নিয়ে গঠিত হয় আবার কখনো একাধিক উপরূপ নিয়ে গঠিত হয়। একই রূপিমের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হল উপরূপ। অর্থাৎ ধ্বনিগত পার্থক্য, অর্থগত পার্থক্য নয়। সাঁওতালি ভাষাতে ব্যবহৃত বহু বচন নির্দেশক দুটি উপরূপ হল যত, কু।

যেমন —পানখাকু (পাখাগুলো), দারিকু (গাছগুলো)।

কিন্তু— যতপেয়াজ (পেয়াজগুলো), গইডাংগা (গরুগুলো)।

— জনজাতির ভাষাতে সজীব প্রাণী ও নির্জীব বস্তুর সঙ্গে ‘কু’ যুক্ত হতে দেখা যায়।

পদ :-

বিশেষ্য— সাঁওতাল জনজাতিটির ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ্য বা নামপদ গুলি হল—

বস্তুবাচক বিশেষ্য :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
ঝিল	ঝিল	গাদা	গাদা
গজাল	গজাল	ঝাড়	ঝাড়
ঝাড়ন	ঝাড়ন	মাকড়ি	মাকড়ি

সমষ্ঠিবাচক বিশেষ্য :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
দল	দল	জনতা	হড়জাওরা
সমিতি	সমিতি	ভিড়	ভিড়
সভা	সভা	একপাল	মিঃতধাপা
ছাত্রদল	ছাত্রদল		

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
পয়লাএপ্রিল	পয়লাএপ্রিল	১২ ই মাঘ	১২ ই মাঘ
দশ	দশ	হাজার	হাজার

গুণবাচক বিশেষ্য :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
সুন্দর	মচ	রাগ	রাংগাও
ভালো	মচ	আনন্দ	রৈসকৈ

অবস্থাবাচক বিশেষ্য :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
অভাব	অভাব	আকাল	আকাল
গরিব	র্যাংগ্যায়ঃ	বুড়ি	বুঢহি

ভাববাচক বিশেষ্য :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
ক্ষমা	ইকা্/ক্ষমা	শোক	দুঃখ
হিংসা	হিংসা/ইদরি	বিদ্বেষ	ইদরি

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
লেখাপড়া	অলঃপাড়হ্া	মরনবাচন	গুজুঃবুরু

সর্বনাম—জনজাতির ভাষাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন পুরুষে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সর্বনামের রূপগুলি হল—

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম :

উত্তম পুরুষ :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
আমি	ইঞ	আমরা	আলে

মধ্যম পুরুষ :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
তুমি	আম	তোমরা	আপে

প্রথম পুরুষ :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
সে	উনি	তাহারা	উনকু
এরা	নুকু	ওরা	উনকু

নির্দেশক সর্বনাম :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
এটা	নিয়া	এইগুলি	নিয়াকু
ওটা	অনাটাক্	এগুলি	অনাকু
বাংলা	**সাঁওতালি**	**বাংলা**	**সাঁওতালি**
এইদিকে	নতে	ঐদিকে	অনতে
ওকে	উনি	তাকে	উনি

অনির্দেশক সর্বনাম :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
কখনো	তিসরেহ	কার	অকয়াঃ
কিছু	কিছু	কেউ	যাহাঁয়

আত্মবাচক সর্বনাম :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
নিজেনিজে	নিজেনিজে	আপনাআপনি	আয়ঃআয়তে

প্রশ্নবাচক সর্বনাম :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
কোথায়	অকারে	কেন	কেদাঃ
কে	অকয়	কী	চেঃদ
কত	তিনাঃ		

বিশেষণ—দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাপ, বর্ণ, অবস্থা বোঝায় এমন পদ বা শব্দগুলি হল—

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
মাটিরমানুষ	হাসারেনহড়	ভালোছাত্র	মচছাত্র
খুবসুন্দর	আডিমচ	ডাহামিথ্যা	আডিএড়ে
বিঘেদুই	দুইবিঘা		

বাক্যে প্রয়োগ:

বাংলা	সাঁওতালি
তোর জন্য চকচকে জামা কিনে আনলাম। —	আম লাগিদ চকচক আংরপ ইঞ কিরিঞ আগুয়াকাদা।

অব্যয় —

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
কিম্বা	বাংখায়	কিন্তু	কিন্তু
পর্যন্ত	পর্যন্ত/ধাবিঃ	পাশে	পাশে/পান্তিরে

বাক্যে প্রয়োগ:

বাংলা	সাঁওতালি
আমাদের বাড়ির পাশেই ঘরটা আছে। —	আলে অড়াঃ পান্তিরেগি অনা অড়াঃ মেনাআ।

ক্রিয়াপদ —ক্রিয়া ও ক্রিয়ারকালের বিভিন্ন রূপকে তুলে ধরা হল।

ক্রিয়ার কালঃ-

বর্তমান কাল

সাধারণ বা নিত্যবর্তমান :

বাংলা	সাঁওতালি
পৃথিবীগোল। —	ধারতি গোল গিয়া।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোনদিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। —	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তিসহোঁ অন্যায় লাগিক্ কায় আপোষাকাদা।

ঘটমানবর্তমান :

বাংলা		সাঁওতালি
ট্রেনটি কয়েক ঘন্টা পরে আসছে।	—	ট্রেন কয়েক ঘন্টা পঅর হাজুঃকানা।

পুরাঘটিতবর্তমান :

বাংলা		সাঁওতালি
বাবা বিদেশে আছেন।	—	বাবা বিদেশে মিনায়া।

বর্তমানঅনুজ্ঞা :

বাংলা		সাঁওতালি
বিপদে মোরে রক্ষা কর হে ঈশ্বর।	—	বিপদরে (ইঞ) বাঞ্চাওয়িন মে হে ঈশ্বর(চান্দু)।
গ্লাসটা ধরো।	—	গিলাস সাবমে।
আশীর্বাদ করি, সুখী হও।	—	আশীর্বাদ দান, সুখী তাহনমে।

অতীত কাল

সাধারণঅতীত :

বাংলা		সাঁওতালি
হঠাৎ একটি কন্ঠস্বর শুনলাম।	—	হঠাৎ মিৎতেন কন্ঠস্বররিন আজমকিদা।

ঘটমানঅতীত :

বাংলা		সাঁওতালি
সে বাজারে যাচ্ছিল।	—	উনি বাজারে চালাক কানা তাহেনা।

পুরাঘটিত অতীত :

বাংলা		সাঁওতালি
কাদন দিল্লী গিয়েছিল।	—	কাদন দিল্লীই সেনলেনা।

ভবিষ্যতকাল

সাধারণ ভবিষ্যত :

বাংলা		সাঁওতালি
আগামীকাল ভারত জিতবে।	—	গাপা ভারত জিতাও-আ।
আমি সব সময় দেশের কাজ করবো।		ইঞ সবসময় দিশাম লাগিইঞ

—

কামিয়া।

ঘটমান ভবিষ্যত :

বাংলা	সাঁওতালি
পাশের বাড়িতে তখন কাঁসার ঘন্টা বাজতে থাকবে।	পাশে অড়াক্‌রে উনসময় কাঁসাঘন্টা সাডি তিগি তাহেনা।

ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্ত :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
ঘেরা	ঘেরাও	ঠেলাঠেলি	ঠেলাঠিলি
ঘাটা	ঘান্টা	ঠেসাঠেসি	ঠেসাঠেস
খাদানো	খুদাও	ঝাড়া	ঝাড়া
চালা	চালা	কাম	কামি

পুরুষ —

উত্তমপুরুষ :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
আমি	ইঞ	আমরা	আলে

মধ্যমপুরুষ :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
তুমি	আম	তোমরা	আপে

প্রথমপুরুষ :

বাংলা	সাঁওতালি	বাংলা	সাঁওতালি
সে	উনি	তাহারা	উনকু

বচন —

একবচন		বহুবচন	
বাংলা	**সাঁওতালি**	**বাংলা**	**সাঁওতালি**
আমি	ইঞ	আমরা	আলে
তুমি	আম	তোমরা	আপে
আপনি	আবেন	আপনার	আপে
সে	উনি	তারা	উনকু

লিঙ্গ —

পুংলিঙ্গ		স্ত্রীলিঙ্গ	
বাংলা	**সাঁওতালি**	**বাংলা**	**সাঁওতালি**
বাবা	বাবা	মা	গগ/ মা
পুত্র	কড়াগিদ্‌রা	কন্যা	কুড়িগিদ্‌রা
মামা	মামা	মামী	মামী
ভাইপো	ভাতিজা	ভাইঝি	ভাতিজি
ভাগনা	ভাগনা	ভাগনি	ভাগনি
শ্বশুর	হঞহারবাবা	শাশুড়ি	হানহারগগ
নাপিত	নাপিত/ লাপিত	নাপিতানি	নাপিতরিনিঃ
বেয়াই	বেয়াই	বেয়ান	বেয়ান
নায়ক	নায়ক	নায়িকা	নায়িকা
দাদা	দাদা	বৌদি	হিলি

কারক —

কর্তৃকারক :

ক) ইঞ মামা অড়াঃ চালাঃ হুয়ুঃতিঞা। (আমাকে মামার বাড়ি যেতে হবে।)

খ) উনুকুগি ক্ষেতরে স্প্রে কু মেনলেদা। (ওরাই জমিটা স্প্রে করতে চেয়েছে।)

কর্মকারক :

ক)নওয়া বালটি থড়া সাবমেসে। (বলতিটা একটু ধরোতো।)

খ) নেতঃটাকাদহজাওরায়া, জাওরাকাতেঃমোটরসাইকেলিঞকিরিঞা। (এবারটাকা জমাবো, জমিয়েমটরসাইকেলকিনবো।)

করণকারক :

ক) উনি কুড়ি লেংগা তিতে অলা। (মেয়েটা বাম হাতে লেখে।)

অপাদানকারক :

ক) নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। (নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।)

— সরাসরি বাংলা ভাষার প্রচলিত প্রবাদটি গ্রহণ করেছে জনজাতিটি।

প্রত্যয়, উপসর্গ, অনুসর্গ —

প্রত্যয় :

√বেল্ + অনা = বেলনা

√ঝড়ি + অন = ঝাড়ন

√গাদ + আ = গাদা

অনুসর্গ:

কড়াগিদ্‌রাকু, ইপিলকু, হড়কু, সেতারে, মামাওড়া, নকলরেয়া, আতুরিয়াপ্রভৃতি।

— জনজাতির ভাষাতে অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। তবে বাংলা যেসকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করে সেখানে অনুসর্গ ব্যবহারের সংখ্যা এখনও বাড়েনি। বিভিন্ন ধরনের বাক্য ব্যবহারের প্রবণতার চল দেখা যায়।

উপসর্গ :

হেডমাস্টার, প্রধানশিক্ষিকা, অসনমান, অজাত, বাংহুইউয়াপ্রভৃতি।

—এদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষার মধ্যে উপসর্গের ব্যবহার বর্তমান।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় জনজাতি হল একটি বহুল পরিচিত পরিভাষা। জনজাতি শব্দটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে-প্রথমটি ‘জন’— অর্থাৎ জনসাধারণ এবং দ্বিতীয়টি ‘জাতি’—অর্থাৎ এক দেশ রাষ্ট্র বা এক ধর্মের অন্তর্গত সমলক্ষণ অনুযায়ী মানব সমষ্টির বিভাগ। সুতরাং জনজাতি হল কোন দেশের বা ধর্মের অন্তর্গত জনসাধারণ বা মানবসমষ্টির এমন এক সামাজিক গোষ্ঠী যারা একই বৈশিষ্ট্যে বা সমলক্ষণে লক্ষিত। এই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জনজাতি ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ আকার পর্যন্ত হতে পারে।

গ্রন্থসূত্র-

১. ড. আর. এম. সরকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিকনৃবিজ্ঞান, সহযাত্রী, কলিকাতা, প্রকাশ-জানুয়ারী-২০১৭, পৃষ্ঠা- ৮০ ।

২. অনাদিকুমারমহাপাত্র, বিষয়সমাজতত্ত্ব – প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠান, সুহৃদপাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশ – ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২১৫ ।

৩. তদেব, পৃষ্ঠা- ২১৫ ।

৪. D. C. Bhattacharya, Sociology, Publisher- Vijoya Publishing House, Published- 2013, page- 195 .

তথ্যদাতা :-

সাঁওতালি—

১. মঙ্গলমুর্মু,	বয়স - ৮০,	বাসনিকান্দর, হবিবপুর,	তাং - ২৬.০১.২০১৬।
২. রঘুনাথমুর্মু,	বয়স - ৬০,	বাসনিকান্দর, হবিবপুর,	তাং - ২৭.০১.২০১৬।
৩. তালাবেসরা,	বয়স - ৫০,	বাসনিকান্দর, হবিবপুর,	তাং - ২০.০১.২০১৬।
৪. জহরমুর্মু,	বয়স - ২৮,	বাসনিকান্দর, হবিবপুর,	তাং - ১০.০১.২০১৬।
৫. দাশোমুর্মু,	বয়স - ৩৭,	শিমূলঝুরি, গাজোল,	তাং - ০৫.০৭.২০১৭।
৬. রথিনকিস্কু,	বয়স - ৪৭,	শিমূলঝুরি, গাজোল,	তাং - ১০.০৭.২০১৭।
৭. মন্ডলমুর্মু,	বয়স - ৬১,	শিমূলঝুরি, গাজোল,	তাং - ১৬.০৭.২০১৭।
৮. ডোবোহেমব্রম,	বয়স - ৫৪,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ০৩.০৩.২০১৭।
৯. সেবাস্তিয়ানহেমব্রম,	বয়স - ৭২,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ০৭.০৩.২০১৭।
১০. কৃষ্ণমোহনটুডু,	বয়স - ৬৮,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ১৫.০৩.২০১৭।
১১. সুনীলকুমারমার্ডি,	বয়স - ৫৮,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ২০.০৩.২০১৭।
১২. রবিটুডু,	বয়স - ৫৮,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ২০.০৯.২০১৭।
১৩. সুশীলসরেন,	বয়স - ৫০,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ১৫.০৯.২০১৭।

১৪. বিশ্বনাথহেমব্রম,	বয়স - ৬০,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ২২.০৯.২০১৭।
১৫. গোপীনাথমার্ডি,	বয়স - ৫৬,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ২৯.০৯.২০১৭।
১৬. সোনামনিসরেন,	বয়স - ৮৫,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ১৫.০৬.২০১৭।
১৭. রবীন্দ্রনাথমার্ডি,	বয়স - ৫৮,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ১০.০৬.২০১৭।
১৮. সুফলহাঁসদা,	বয়স - ৫০,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ২২.০৬.২০১৭।
১৯. প্রেমলালটুডু,	বয়স - ৪৯,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ২৭.০৬.২০১৭।
২০. সুশীলটুডু,	বয়স - ৫০,	হরিপুর, হবিবপুর,	তাং - ১২.০৬.২০১৭।

<u>গ্রন্থপঞ্জী:-</u>

অনাদিকুমারমহাপাত্র, বিষয়সমাজতত্ত্ব – প্রত্যয় ও প্রতিষ্ঠান, সুহৃদপাবলিকেশন, কলিকাতা, প্রকাশ – ২০১৫, ড. আর. এম. সরকার, সামাজিক-সাংস্কৃতিকনৃবিজ্ঞান, সহযাত্রী, কলিকাতা, প্রকাশ- জানুয়ারী-২০১৭,

D. C. Bhattacharya, Sociology, Publisher- Vijoya Publishing House, Published- 2013,

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, প্রকাশ- পারুল, প্রকাশ- ২০১৭, অগাষ্ট, কলিকাতা।

ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসঙ্গ আদিবাসী, প্রকাশ- অফবিট পাবলিশিং, প্রকাশ- ২০১৪, অগাষ্ট, কলিকাতা।

শ্রী নারায়ণ মান্না, আদিম ধর্মবিশ্বাস, প্রকাশক-মহাবোধি, প্রকাশ-২০১৮, কলিকাতা ।

মিয়া ও খান, প্রারম্ভিক নৃবিজ্ঞান, প্রকাশক- গ্রন্থকুটির, প্রকাশ-২০১৪, ঢাকা(বাংলাদেশ)।

সুধীর কুমার চক্রবর্তী, গৌড় পাণ্ডুয়ার ধারাস্নানে মালদহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, প্রকাশক- বিশ্বজ্ঞান (কলিকাতা)।

সিধার্থ গুহ রায়, পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিচয় গ্রন্থমালা-১, মালদা, প্রথম মুদ্রণ, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা ১৩৯৪।

ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ, মালদহ জেলা গঠনের ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পটভূমি(প্রবন্ধ), মালদহ চর্চা(১), সম্পাদক- মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, প্রকাশক-বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা।

ড. প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রথম পর্ব,প্রকাশক- পুস্তক বিপণি,প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারী-২০০৬ ।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী, সম্পাদনা- ড. মলয় শংকর ভট্টাচার্য্য, গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে, প্রকাশ- দে'জ, তৃতীয় সংস্করণ-২০১৬।

সুস্মিতা সোম, মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা, দিপালী পাবলিকেশন, প্রকাশ-২০০৬, মালদা।

প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস, প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপনি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৬।

অনিতা বাগচী ও দেবেশ চন্দ্র দেব, মালদা জেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জীব বৈচিত্র্যের অতীত ও বর্তমান, মালদহ চর্চা।